বার্ষিক চাঁদা—৩৲
প্রতি সংখ্যা—৵০

Regd. No. C.—1356

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

দশম বর্ষ

চতুর্দ্দশ সংখ্যা

৩১শে মাহে ওফা—১৩১৯ হিঃ, শঃ] —— [৩১শে জুলাই, ১৯৪০ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم

هو الناصر

ব্রিটিশের বিজয়-লাভের উপায়

তৌহিদ স্বীকার করতঃ হজরত আমীরুল-মোমেনীনের নিকট দোয়ার আবেদন

পয়গামীদের হাসি-বিদ্রূপ ও তাহাদের প্রতি দোয়ার নিদর্শন প্রদর্শনের চেলেঞ্জ

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ)

৫ই জুলাই, ১৯৪০ তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

বিগত ২৬শে মে মজজিদে-আকসায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম—

"আমার পূর্ণ 'একিন' (দৃঢ় বিশ্বাস) এই যে, যদি ইংরাজ জাতি খাটি ভাবে 'তৌহিদ' (একেশ্বর-বাদ) স্বীকার করতঃ আমার নিকট দোয়ার আবেদন জানায় তবে আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের বিজয়ের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।" আলফজল, ৪ঠা জুন, ১৯৪০।

যাহারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং এই সকল ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাহাদের পক্ষে এরূপ কথায় হাসি-বিদ্রূপ করা কোন আশ্চর্য্য নহে। ইতিপূর্ব্বে আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে—

"এখনো তাহাদের মস্তিষ্ক এরূপ অবস্থায় পৌঁছে নাই যে, তাহারা এই সত্য উপলব্ধি করে, বরং এখন যদি আমার এই কথা কোন ইংরাজের নিকট পেশ করা হয় তবে সে ইহাই বলিবে, "এই ব্যক্তি পাগল বটে, এখনই পাগলা-গারদ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে; আমাদের নিকট কি তুপ-খানা, নৌ-বহর, উরু-জাহাজ এবং বড় বড় যুদ্ধাস্ত্র নাই? এই সকল অস্ত্র-সস্ত্র থাকা সত্ত্বেও যদি আমাদের বিজয়-লাভ না হয় তবে তাহার দোয়া দ্বারা কি হইতে পারে?" (আল্‌ফজল, ৬ই অক্টোবর, ১৯৩৯)

যাহা হউক, ইংরাজ জাতির কেহই এপর্য্যন্ত কিছু বলে নাই—এবং সম্ভবতঃ কেহ কিছু বলিবেও না, কারণ তাহাদের নিকট আমাদের কথা উত্তমরূপে পৌঁছিয়াও থাকিবে না; অবশ্য জনৈক দায়ীত্বশীল অফিসার সম্বন্ধে সংবাদ পাইলাম যে, তাঁহার নিকট একথা পেশ করিলে, তাঁহার কতিপয় পরামর্শ-দাতা তাহাকে বুঝাইলেন যে, ইহাতে অন্যান্য জাতির মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হইতে পারে; আর কতিপয় ইংরাজ কর্ম্মচারী এই মত প্রকাশ করেন যে, আহমদীয়া জমাতের পক্ষ হইতে যদি এরূপ কোন তাহ্‌রিক (আবেদন) করা হয় তবে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেও অনুরোধ করা যাইতে পারে।

কিন্তু আমাদের নিজেদের পক্ষ হইতে এরূপ কোন আবেদন করা তো বে-কুফী। এরূপ কথা সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট করিয়া একথা বলা যে—আমাদিগকে দোয়ার জন্য অনুরোধ করা হউক—ইহা তো মূল উদ্দেশ্যই পণ্ড করিয়া দেয়। যাহা হউক, ইংরাজ জাতি এ কথার উপর হাসি-বিদ্রূপ করে নাই, বরং তাহাদের নেহায়েত দায়ীত্বশীল অফিসারগণকে একথা জানাইলে তাঁহারা ইহাতে নীম-রাজীর ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, আধ্যাত্মিক বিষয় হইতে তাহারা বহু দূরে থাকা সত্ত্বেও এবং একপক্ষে তাহাদের শান্-শৌকত এবং অপর পক্ষে আমাদের নিঃসহায়-নিঃসম্বল অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের দোয়ার প্রতি এতটুকু ঝুকাও হয় তো

আল্লাহ্‌তা'লার পছন্দ হইয়া যাইতে পারে এবং ইহার ফলেই হয়-তো আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের প্রতি দয়া করিতে পরেন।

মোটের উপর ইংরাজ জাতি এ বিষয় নিয়া হাসি-বিদ্রূপ করে নাই। অবশ্য কতিপয় ভারতবাসী এ বিষয় নিয়া হাসি-বিদ্রূপ করিয়াছে। ইহারাও তাহাদের মতই আধ্যাত্মিক বিষয়ে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ। অতএব ইহাদের হাসি-বিদ্রূপ আমার নিকট বিস্ময়কর নহে। কিন্তু আমাদের পয়গামী ভ্রাতাগণও এ বিষয় নিয়া হাসি-বিদ্রূপ করিয়াছেন জানিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। তাহারা তো রাত দিন দোয়া কবুল হওয়ার নিদর্শন দেখিয়াছেন। তাহারা তো মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর (সাঃ) বাণী পাঠ করিয়া তাহার তফ্‌সির (ব্যাখ্যা) লিখেন। মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলিয়াছেন—"কতিপয় লোক আছে, তাঁহাদের দেহে ধূলা পড়িয়া থাকে, কেশ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহারা যখন খোদাতা'লার 'কসম' (শপথ) করিয়া বলেন, এরূপ হইবে, তখন আল্লাহ্‌তা'লা তদ্রূপই করিয়া দেন এবং তাঁহাদের কথা পূর্ণ করিয়াই ছাড়েন।"

মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) উপরুক্ত বাণী পয়গামীগণ কয়েকবারই পড়িয়া থাকিবেন। এতদসত্ত্বেও দোয়ার বিষয় নিয়া তাহাদের হাসি-ঠাট্টা করা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। উপরুক্ত বাক্য কোন নবী, রসুল বা মামুর সম্পর্কে বলা হয় নাই, বরং সাধারণ মোমেনদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহারা কোরান-শরীফ পাঠ করেন, তাহার তফসির লিখেন এবং তাহা বিক্রি করিয়া নিজ স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করেন। তাহারা তো কোরান-শরীফে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া থাকিবেন—امن يجيب المضطر —(অর্থাৎ, আল্লাহ্‌তা'লা ব্যথিত হৃদয়ের আবেদন গ্রহণ করেন —সঃ আঃ) এবং—ادعونی استجب لکم —(অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ বলেন, আমাকে ডাক, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিব—সঃ আঃ), কিন্তু তথাপি বে-পরওয়া ভাবে তাহা উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়! খোদাতা'লার বাণীর সহিত তাহাদের মাত্র এতটুকুই সম্পর্ক যে, তাহা বিক্রি করিয়া তদ্বারা নিজেদের ভরণ-পোষণ করে, কিন্তু তাহাতে মোমেনের প্রতি খোদাতা'লার যে-সমস্ত ওয়াদা রহিয়াছে তাহা তাহারা তাকাইয়া দেখে না।

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) বলেন, জগৎ আমাদিগকে এখনো অতি হেয় মনে করে, কারণ—সংখ্যার দিক দিয়া আমরা এখনো অতি নগণ্য। গবর্ণমেণ্ট, নেশনেল লিডার, বা মজ্‌হাবী (ধর্মীয়) লিডার কাহারো নিকট এখন আমাদের কদর নাই, কারণ তাহাদের এখন যে-সকল জিনিষের প্রয়োজন—যথা, লোক ও টাকা—তাহা আমরা পেশ করিতে পারি না। এই দিক দিয়া হরিজন বা অনুন্নত জাতিগণের কদরও আমাদের চেয়ে বেশী। এল্‌মী (জ্ঞানের) লিডারদের নিকটও আমাদের কোন কদর নাই। কারণ তাহারা যে দর্শন ও নীতি জগতে প্রচার করিতে চায় আমরা তাহার বিরোধী; তাহাদের যেহেতু 'নুক্‌তায়ে-নেগাহ্‌' বা view-point-ই আমাদের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অতএব তাহাদের পক্ষে এরূপ করা সাজে। কিন্তু যাহারা আহমদী বলিয়া অভিহিত তাহাদের পক্ষে আমাদের কথাকে এইরূপ তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখা উচিত ছিল না। তাহাদের বরং একথা বলা উচিত ছিল যে, "অবশ্য **হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) আবির্ভাবের উদ্দেশ্য—খোদাতা'লার সহিত মানব-জাতির সম্পর্ক দ্বিতীয় বার কায়েম করা, দ্বিতীয় বার জগদ্বাসীকে দোয়া যে 'কবুল' (গৃহীত) হয় তাহা বিশ্বাস করাইয়া দেওয়া।** কিন্তু তোমরা হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) শিক্ষার বিপরীত চলিতেছে, তাই খোদাতা'লা তোমাদের দোয়া কখনো গ্রহণ করিবেন না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি যুদ্ধে জয় লাভ করিতে চায় তবে তাহাদের মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব দ্বারা দোয়া করান উচিত।" এ কথা বলার তাহাদের অধিকার ছিল; এখনো তাহারা সানন্দে বলিতে পারে, "খোদাতা'লা তোমাদের দোয়া গ্রহণ করিবেন না, বরং আমাদের দোয়া গ্রহণ করিবেন।" তাহাদের কোন নেতা এই ঘোষণা করিয়া দিউক এবং দেখুক, খোদাতা'লা কাহার দোয়া গ্রহণ করেন।

খোদাতা'লা যদি কোন দোয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন তবে তাহার লক্ষণাদিও প্রকাশিত করিয়া দেন। এই যুদ্ধ সম্পর্কে খোদাতা'লা আমাকে বহু বিষয় ঘটনার পূর্ব্বেই জানাইয়া দিয়াছেন। শত শত লোক তাহার সাক্ষী আছে। সেই সকল বিষয় এখন পূর্ণ হইতেছে। পয়গামীগণ যদি উপরুক্ত রূপ ঘোষণা করে এবং সেই ঘোষণার পর আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে অধিকতর গায়েবের খবর জ্ঞাত করেন, তবে অবশ্য বুঝা যাইবে যে, হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) খাটি অনুসরণকারী তাহারাই। কারণ খোদাতা'লা যাহাদের দ্বারা কাজ করাইতে চান তাহাদিগকে ভবিষ্যতের ঘটনাবলীও জ্ঞাত করেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাকে স্বপ্নে এক বাদশাহ্‌ দেখান হইয়াছে এবং আমার প্রতি এল্‌হাম হইয়াছে—Abdicated—অতঃপর আর এক বাদশাহ্‌ সম্বন্ধে আমাকে জ্ঞাত করা হইয়াছে যে, তাহার অমুক ব্যাধি অপর এক ব্যাধির ফলে হইয়াছে এবং এই বিষয় তাহাকে জ্ঞাত করান হইয়াছে। এইরূপে, ইংলণ্ডের পক্ষে কঠোর বিপদাপন্ন অবস্থায় ফ্রান্সকে সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পয়গাম দেওয়ার ব্যাপারও আমাকে ঘটনার পূর্ব্বেই জ্ঞাত করা হইয়াছিল এবং তাহা অসাধারণ ভাবে পূর্ণ হইয়াছে।

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে দোয়া কবুল হওয়ার নিদর্শন-ও প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তদ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ্‌তা'লা কাহার দোয়া গ্রহণ করিতেছেন। পয়গামীগণ আমাদের বিরুদ্ধে তাহাদের দোয়া কবুল হওয়ার ঘোষণা করতঃ নিদর্শনাদি প্রদর্শন করিতে পারিত। এই পন্থা অবলম্বন করিলে তাহারা হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সম্মানও বজায় রাখিতে পারিত এবং নিজেদের সত্যতাও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত। কিন্তু তাহাদের পন্থা এই যে, যখনই তাহারা আমার উপর আক্রমণ করে তখন কেবল আমার উপরই নয়, বরং হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) উপরও আক্রমণ করিয়া বসে। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) যদি নবী বা রসুল না হইয়া শুধু মোজাদ্দেদ ও মামুরই হন, তবু প্রশ্ন এই যে, মামুর কি জগতে আবির্ভূত হইয়া পুণ্যের কোন নিদর্শন রাখিয়া যান না, তিনি কি কেবল অন্ধকারই

রাখিয়া যান?... আমাদিগকে পথ-ভ্রষ্ট বল, কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমরা সেই পুণ্যের নিদর্শন দেখাও যাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এক প্রতিশ্রুত মামুর (প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ) হিসাবে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) আবির্ভাব হইয়াছিল—সেই ঐশী সাহায্য-সহায়তা, সেই দোয়া কবুল হওয়ার নিদর্শন দেখাও। মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব বা অন্য যে-কেহকেই হউক এই পুণ্য ও এই নিদর্শনের অধিকারী রূপে পেশ করতঃ ঘোষণা করিয়া দাও যে, আল্লাহ্‌তা'লা এই ব্যক্তির দোয়া গ্রহণ করেন।

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) দোয়া কবুল হওয়ার নীতি বর্ণনা করিতে গিয়া বলেনঃ—

কতিপয় লোক আপত্তি করিয়া বলে, "আপনার দোয়া যদি কবুল হয় তবে আপনি স্বয়ং রুগ্ন হন কেন, আপনার সন্তান-সন্ততি বা আত্মীয়-স্বজন রুগ্ন হয় বা মারা যায় কেন?" ইহার উত্তর এই যে, আমার দোয়া যতই গৃহীত হউক না কেন, আঁ-হজরতে (সাঃ) চেয়ে তো বেশী হইতে পারে না। আমার তো শৈশব হইতেই শরীর অসুস্থ। পক্ষান্তরে আঁ-হজরতের স্বাস্থ্য অসাধারণ ভাবে ভাল ছিল। কিন্তু তথাপি তিনি রুগাক্রান্ত হইতেন এবং তাঁহার বহু আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন? অতএব এইরূপ আপত্তি যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

দোয়া সম্বন্ধে কোরান শরীফে বিস্তৃত নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে। কতিপয় দোয়া একীনী (সুনিশ্চিত) ভাবে কবুল হয়, কতিপয় একীনী ভাবে রদ হয়। কতিপয় দোয়া আবার এরূপ আছে যাহা আল্লাহ্‌তা'লা চাহেন তো কবুল করেন, চাহেন তো রদ করিয়া দেন। যে-সকল দোয়া আল্লাহ্‌তা'লার 'সুন্নত' (চিরন্তন নীতি) ও 'কুদরত' (বিধান) এর অনুকূল সেগুলি নিশ্চয় গৃহীত হয়। যথা, আল্লাহ্‌তা'লা কোরান-শরীফে বলিয়াছেন যে, তিনি ও তাঁহার রসুল নিশ্চয়ই জয়ী হইবেন। ইহা খোদাতা'লার কানুন বা নিয়ম। এই কানুন অনুযায়ী কেহ দোয়া করিলে আল্লাহ্‌তা'লা সেই দোয়া নিশ্চয়ই কবুল করিবেন। বিজয় যদি দশ বৎসরে হওয়ার ছিল, দোয়ার ফলে তাহা আট বৎসরেই হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে যে-সকল দোয়া আল্লাহ্‌তা'লার সুন্নত ও কুদরতের প্রতিকূল সে-গুলি রদ হয়। যথা—কেহ যদি মৃত ব্যক্তির নিকট বসিয়া তাহার পুনঃ জীবন-লাভের জন্য দোয়া করে তবে সে-দোয়া আল্লাহ্‌তা'লা কখনো গ্রহণ করিবেন না। যে-সকল দোয়া আল্লাহ্‌তা'লার ভবিষ্যদ্বাণীর অনুকূল, সে-গুলিও নিশ্চয়ই কবুল হয়, কারণ সে-গুলি তাঁহার 'তকদীর' বা বিধান অনুযায়ী। যথা, কোন ব্যক্তির জন্য যদি বিবাহের দশ বৎসর পর সন্তান লাভ করা নির্দ্ধারিত থাকে তবে দশম বৎসরে তাহার হৃদয়ে দোয়ার তাহরিক বা প্রেরণা হইবে এবং সেই দোয়া গৃহীত হইবে। এই রূপে দোয়া করাইয়া আল্লাহ্‌তা'লা তাহার সম্মান কায়েম করিতে এবং স্বীয় 'ফজল' বা অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে চাহেন। এই দোয়ার সৌন্দর্য্য এই যে, ইহা এরূপ বিশেষ সময়ের সহিত মিলিত হইয়া যায় যখন খোদাতা'লা পূর্ব্ব হইতেই কবুল করিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলিয়াছেন—

چل رہی ہے نسیم رحمت کی
جو دعا کیجئے قبول ہے آج

(অর্থাৎ, "খোদাতা'লার রহমত বা দয়ার মলয় প্রবাহিত হইতেছে, আজ যে-দোয়া করা হইবে তাহা গৃহীত হইবে।" সঃ আঃ)।

সুতরাং আমি যে বলিয়াছি—ইংরাজ জাতি যদি খাটি ভাবে তৌহীদের উপর কায়েম হইয়া আমাকে দোয়া করার জন্য অনুরোধ জানায় তবে তাহাদের বিজয় লাভ হইবে—এই কথাটি খোদাতা'লার ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁহার বাক্য এবং আমার স্বপ্নের সম্পূর্ণ অনুকূল। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এই জাতির জন্য বহু দোয়া করিয়াছেন। কিন্তু এই জাতি খোদাতা'লার সিংহাসনে এক বান্দাকে বসাইয়াছে, তাই খোদাতা'লা তাহাদিগকে বিপদে ফেলিতেছেন। তাহাদের এই শেরকই তাহাদের পক্ষে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) দোয়া গৃহীত হওয়ার পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিঘ্ন আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত হওয়া মাত্রই এই দোয়া কবুল হইয়া যাইবে। আমি এরূপ কয়েকটি স্বপ্নই দেখিয়াছি, যাহার মর্ম্ম এই যে, আমার দোয়ায় তাহাদের বিপদ টলিতে পারে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, আমি যে যে-দোয়াই করি তাহাই কবুল হয়। যদি তাহাই হইত তবে আমাদের উপর যে-সকল দুঃখ-বিপদ আসে তাহা কেন আমি টলাইয়া দেই না। কাফেরগণ আঁ-হজরতকে বলিতেন "তুমি যদি খোদাতা'লার এতই প্রিয় হইয়া থাক, তবে তোমার অমুক কাজ সম্পন্ন হয় না কেন?" কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "হে মোহাম্মদ, তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও, যদি আমার অধিকারে থাকিত তবে আমি সমস্ত মঙ্গল আমার জন্য একত্রীভূত করিয়া লই না কেন?"

সুতরাং আঁ-হজরতের (সাঃ) জন্যই যখন এই কানুন যে—আল্লাহ্‌তা'লা যখন দোয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন এবং কোন নিদর্শন দ্বারা তাঁহার সম্মান কায়েম করিতে ইচ্ছুক হন তখন তিনি নিশ্চয়ই দোয়া কবুল করেন—এমতাবস্থায় আমার খাতিরে বা অন্য কাহারো খাতিরে ইহার বিপরীত কেমন করিয়া হইতে পারে? আমি ইহা স্বীকার করি যে, এখন আমাদের অবস্থা এত দুর্ব্বল যে, ইংরাজগণ এখন ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে ফাঁসি দিতে বা কয়েদ করিতে পারে। কিন্তু তথাপি আমার দাবী এই যে, **আমার দোয়ায় তাহাদের বিপদ দূরীভূত হইতে পারে।** কারণ এই উভয় বিষয়ই ভিন্ন ভিন্ন কানুন বা বিধানের অধীন। আঁ-হজরতের বেলায়ও এই দুইটি বিধানই আমরা দেখিতে পাই। এক পক্ষে আমরা দেখিতে পাই যে, পারশ্য-সম্রাট তাঁহাকে ধৃত করিবার ইচ্ছা করিলে এবং এমেনের গবর্ণর হইতে এক জন লোক এই সংবাদ লইয়া আঁ-হজরতের সমীপে উপস্থিত হইলে আঁ-হজরত তাহাকে বলিয়া দেন, "তুমি যাইয়া তোমার প্রভুকে বল যে, তাহার খোদাকে আমাদের খোদা মারিয়া ফেলিয়াছেন।" বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লা এই বাদশাহ্‌র পুত্রের হৃদয়ে এক প্রেরণা

সৃষ্টি করিয়া দেন এবং সে তাহার পিতাকে মারিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে, অহুদ যুদ্ধের সময় আমরা দেখিতে পাই যে, শত্রুগণ তাঁহার উপর আক্রমণ করতঃ তাঁহার উপর প্রস্তর বর্ষণ করে, ফলে তাঁহার দন্ত ভাঙ্গিয়া যায়, মস্তক ক্ষত হয় এবং তিনি অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া যান এবং আরো কতিপয় সাহাবী আহত হইয়া তাঁহার উপর পড়িয়া যান এবং অন্যান্য সাহাবাগণ মনে করেন যে, তিনি শহীদ হইয়া গিয়াছেন। এখন যদি কেহ আপত্তি করে যে, আল্লাহ্‌তা'লার নিকট যদি তাঁহার এতই সম্মান ছিল যে, তাঁহার খাতিরে তিনি এত দূরে পারশ্য সম্রাটকে নিহত করিয়া দিলেন, তবে অহুদের যুদ্ধে তিনি কাফেরদিগকে তাঁহার উপর এরূপ ভাবে প্রস্তর বর্ষণ করিতে কেন সুযোগ দিলেন?—এই আপত্তি ঠিক হইবে না; কারণ ইহাতে আল্লাহ্‌তা'লার এক মুছলেহাত (বিশেষ উদ্দেশ্য) ও হেকমত (কৌশল) রহিয়াছে। ইহা এক রহস্য। তিনি কখন কখন অল্পতেই ধরিয়া ফেলেন, আবার কখন কখন কোন মুছলেহাত বা বিশেষ উদ্দেশ্যে ঢিলও দেন, যেন মানুষের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

অতএব আমি যদি কোন দাবী করি, তবে সেই ক্ষেত্রেই করি যখন খোদাতা'লা আমাকে বলিয়া দেন, নতুবা করি না। আমি তো একজন দুর্ব্বল মানব; আমি কেমন করিয়া বলিতে পারি যে, তিনি আমার জন্য এরূপ মহা কুদরত প্রদর্শন করিবেন? এরূপ মহা কুদরত তো তিনি নিজের জন্যও প্রদর্শন করেন না। রুশিয়াতে এরূপ নাটক করা হয় যাহাতে খোদাতা'লার এক মূর্ত্তি বানাইয়া তাঁহাকে আসামী রূপে দণ্ডায়মান করান হয় এবং এক ব্যক্তি লেলিন সাজিয়া তাঁহার বিচার করিতে বসে। লোক আসিয়া তাহার সম্মুখে খোদাতালার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ জানায় যে, খোদা বড়ই অত্যাচারী, তিনি দুনিয়াতে বহুবিধ আজাব অবতীর্ণ করেন—দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি প্রেরণ করেন। তখন লেনিন বিচার করিয়া দেন, তাঁহার ফাঁসি হউক। অতঃপর সেই মূর্ত্তিকে ফাঁসি দেওয়া হয়। কিন্তু এই সকল লোকের উপর খোদাতা'লার আজাব অবতীর্ণ হয় না। পক্ষান্তরে কোন কোন লোক এরূপ আছে যে, তাহার মুখ হইতে সামান্য কোন কথা বাহির হইয়া পড়িলেই সে ধ্বংস হইয়া যায়। এবিষয়টি অতি দীর্ঘ, খোৎবায় ইহা বর্ণনা করা অসম্ভব; কোরান করীম এবিষয়টি খুলিয়া বর্ণনা করিয়াছে।

অতএব আমি এই অজ্ঞ পয়গামী আপত্তিকারীকে বলি, তিনি যেন হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) উপর আক্রমণ করিয়া না বসেন। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) দোয়া কবুল হওয়ার নিদর্শন দেখাইবার জন্যই আসিয়াছিলেন এবং জগতে এরূপ লোক সৃষ্টি করা তাঁহার অপর উদ্দেশ্য ছিল যাঁহাদের দোয়ায় আল্লাহ্‌তা'লা জগতে মহা মহা 'এন্‌কেলাব' বা বিপ্লব সৃষ্টি করেন। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলিয়াছেন, **সমস্ত জগৎ যাহা করিতে অক্ষম হয় তাহা এক দোয়ার বলেই সাধিত হইয়া যায়।** কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, আল্লাহ্‌তা'লা সকল দোয়াই অবশ্য গ্রহণ করেন। হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সাহেবজাদা মোবারক আহমদ সাহেব এবং তাঁহার অপর এক প্রিয় বন্ধু মৌলবী আবদুল করীম সাহেব তাঁহার জীবদ্দশায়ই মৃত্যু লাভ করেন, অথচ তিনি তাঁহাদের জন্য দোয়া করিয়াছিলেন। অতএব প্রত্যেক দোয়া-ই কবুল হয় না এবং প্রত্যেক দোয়াই রদ হয় না। অবশ্য যে-দোয়া কবুল করা তিনি সিদ্ধান্ত করেন তাহা নিশ্চয়ই কবুল হয়, তাহা কেহ রদ করিতে পারে না। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলিয়াছেন—

جس بات کو کہے کہ کروں گا میں ضرور
دلتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے —

(অর্থাৎ, "যে-বিষয় সম্বন্ধে তিনি বলেন, আমি অবশ্যই ইহা করিব, তাহা কখনো টলে না, ইহাই তো খোদায়ী।"—সঃ আঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বঙ্গীয় আহ্‌মদীয়া জমাতের অনেক বন্ধুই আমাদের নামে চাঁদার টাকা পাঠাইয়া থাকেন। তাহাতে কখন কখন অসুবিধা হইয়া থাকে। এই জন্য তাহাদিগের নিকট আমাদের অনুরোধ যে, তাঁহারা আমাদের নিজ নামে টাকা না পাঠাইয়া নিম্নলিখিতরূপে পাঠাইবেন ঃ—জেনারেল সেক্রেটারী (বা সেক্রেটারী)—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—এইরূপে পাঠাইলে বর্ত্তমান অসুবিধা দূরীভূত হইবে।

খাকছার—
মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী
আবদুর রাহমান খাঁ

দোয়া গৃহীত হওয়ার নীতি

'দোয়া', 'আনাবত' ও 'নাজ' এর পার্থক্য

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির ১২ই ওফা, ১৩১৯, হিঃ শাঃ মোতবেক ১২ই জুলাই, ১৯৪০, তারিখের খোৎবার সারমর্ম

সুরাহ ফাতেহা পাঠের পর বলেন:—

সম্প্রতি আমার নিকট একখানা পুস্তিকা আসিয়াছে, তাহাতে আমার এক উক্তির প্রতি আপত্তি করা হইয়াছে যাহা আমি বিগত এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম। উক্তিটি এই—

"ইংরাজ জাতি যদি খাটি ভাবে তৌহীদ স্বীকার করতঃ আমার নিকট দোয়ার আবেদন জানায় তবে আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের বর্ত্তমান বিপদ দূরীভূত করিয়া দিবেন এবং তাহাদের বিজয়ের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।"

খোদাতা'লার কুদরতে বিগত জুমার খোৎবায়ই এই আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। তথাপি অদ্য এ সম্বন্ধে আরো কিছু বলিতে চাই।

পুস্তিকা-লিখক ধর্ম্ম, খোদার বিধান ও তাঁহার 'সুন্নত' বা চিরন্তন নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়। সে এরূপ কতিপয় বিষয় উল্লেখ করিয়াছে যৎ-সম্বন্ধে তাহার ধারণা এই যে, আমার দোয়া কবুল (গৃহীত) হয় নাই। সে এরূপ কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করিয়াছে যৎ-সম্বন্ধে সে নিজে নিজেই ধারণা করিয়া নিয়াছে যে, আমি দোয়া করিয়াছি এবং নিজে নিজেই ধারণা করিয়া নিয়াছে যে, আমার দোয়া গৃহীত হয় নাই এবং নিজে নিজেই এই সিদ্ধান্ত করিয়া নিয়াছে যে, এরূপ অবস্থায় আমার পক্ষে এই দাবী করা যে,—ইংরাজ যদি খাটি ভাবে তৌহীদ স্বীকার করতঃ আমার নিকট দোয়ার আবেদন জানায় তবে আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের বিজয়ের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিবেন—সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কাহারো পক্ষে এই দাবী করা যে,—আমার অমুক দোয়া নিশ্চয়ই কবুল হইবে—ইহার অর্থ এই নয় যে, সেই ব্যক্তির সকল দোয়াই গৃহীত হয়। রসুল করীমের (সাঃ) প্রতিও আপত্তি করিয়া বলা হইয়াছে, "তুমি যে বল, তুমি দোয়া করিলে এইরূপ হইবে, একথার যদি কোন সার্থকতা থাকে তবে তোমার উপর অমুক সময় অমুক বিপদ আসিয়াছিল কেন, বা তোমার অমুক অ[illegible] আত্মীয় মারা গিয়াছিল কেন?" রসুল করীম (সাঃ) ইহার এই উত্তরই দিয়াছেন যে, এ বিষয়ে তাঁহার কোন অধিকার নাই। খোদাতা'লার কোন তকদীর (সিদ্ধান্ত) যখন তিনি জ্ঞাত হন তখনই তিনি বলেন যে, এইরূপ হইবে, নতুবা বলেন যে, ইহা খোদাতা'লার ইচ্ছাধীন, তিনি ইচ্ছা হয় এই দোয়া গ্রহণ করিবেন, ইচ্ছা হয়, রদ করিবেন।

অতএব দোয়া কবুল হওয়ার দাবী যদি কেবল সেই ব্যক্তিই করিতে পারে যাহার প্রত্যেক দোয়াই গৃহীত হয় এবং যাহার উপর কথনও কোন বিপদাপদ আসে নাই, তবে এরূপ ব্যক্তি নবীগণের মধ্যেও পাওয়া যাইবে না।

পুস্তিকা-লিখক যে-সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়াছে তন্মধ্যে একটি ঘটনা ব্যতীত বাকী সবগুলিই এইরূপ যে, তৎ-সম্বন্ধে আমি দোয়া করিয়াছি বলিয়া আমি কথনো বলি নাই। লিখক অনুমান করিয়া নিয়াছে যে, জমাতের উপর যে-হেতু অমুক সময় অমুক বিপদ আসিয়াছিল অতএব আমি নিশ্চয়ই তখন দোয়া করিয়া থাকিব। অথচ দোয়া ও তাওয়াজ্জ-ইলাল্লাহ্ (আল্লার দিকে ঝুঁকা) পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়।

বান্দা কোন বিপদে পড়িলেই খোদাতা'লার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং বিপদ দূরীভূত করিয়া দিবার জন্য আবেদন জানায়। কিন্তু ইহাকে দোয়া বলে না, ইহার নাম 'আনাবত' বা ঝুঁকিয়া পড়া। দোয়া সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

جو منگے سو مر رہے مرے سو منگن جائے

(অর্থাৎ, যে দোয়া করে সে মৃত্যু-বরণ করে, মৃত্যু-বরণ করিলেই দোয়া করা যায়—সঃ অঃ)। এইরূপ দোয়া প্রত্যহ করা যায় না এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্যও করা যায় না। কিন্তু মানুষ দোয়ার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া সেজদায় মস্তক অবনত করিয়া খোদার নিকট কোন বিপদ বা ব্যাধি দূরীভূত হইবার জন্য আবেদন জানাইবার নামই দোয়া রাখিয়াছে। অথচ দোয়া তাহা নয়। ইহা হইল, এক প্রকার 'আনাবত' বা 'এবাদত'। এতদাধিক ইহার কোন মূল্য নাই। বান্দার কর্ত্তব বিপদে খোদার দিকে ঝুঁকিয়া পড়া এবং তাঁহার সমীপে বিনয় প্রকাশ করতঃ উদ্ধারের জন্য আবেদন জানান। কিন্তু দোয়ার সময় মানুষের এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং তাহার শরীর ও মনের অনু-পরমানুতে এরূপ এক প্রভাব বিস্তৃত হয় যে, অন্য কোন দিকে তাঁহার মনোযোগই যায় না। প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই যদি দোয়া করিতে যায় তবে সারা বৎসরে এক দিনের প্রয়োজনের জন্য-ও দোয়া করা সম্ভবপর হইবে না। মোসলেম বুজুরগান বলিয়াছেন, যাহা-কিছু চাহিবার হয়, খোদা হইতে চাহিও। হজরত ইসাও (আঃ) বলিয়া গিয়াছেন, জুতার ফিতার আবশ্যক হইলেও তাহা খোদা হইতে চাহিও। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, দিন-রাত মানুষের কত কিছু আবশ্যক হয় এবং কতবার খোদার নিকট আবেদন করিবার প্রয়োজন হয়! এই নীতি অনুসারে একটি মাছি শরীরে বসিলে বা একটি পিপীলিকা খাদ্য-দ্রব্যে পড়িলে, বা সূর্য্যের কিরণে আমাদের ঘরের কোন ক্ষতি হইলে বা বহু বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিলে খোদার নিকটই আশ্রয় চাহিতে হইবে। তদ্রূপ পানাহার, স্ত্রী-পুত্র, লেখা-পড়া, ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি শত শত দৈনন্দিন বিষয় আছে যৎ-সম্বন্ধে আমরা উপরুক্ত নীতি অনুযায়ী খোদাতা'লার সাহায্য চাহিতে বাধ্য। এখন যদি এই সকল বিষয়ের প্রত্যেকটির

জন্য উপযুক্ত রূপ দোয়া করা যায় তবে প্রত্যেক দিনের প্রয়োজনের জন্য কখন কখন সারা বৎসর ব্যাপিয়া দোয়ার আবশ্যক হইবে। সুতরাং দোয়াই এক জিনিষ এবং 'আনাবত'ই এক জিনিষ। মানুষ দৈনন্দিন বিষয়ের জন্য খোদাতা'লার আঁচল ধরিয়া একথা বলে না যে, "যে-পর্য্যন্ত আমার অভিষ্ট সিদ্ধ না হইবে সে-পর্য্যন্ত আমি নড়িব না"। প্রকৃত-পক্ষে দোয়া ইহাই যে, কোন বিষয় খোদাকে মানাইতে হইলে সেই বিষয় সম্পন্ন করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত খোদাতা'লার দরগাহ্ হইতে নড়িতে নাই।

বস্তুতঃ মানুষ 'দোয়া' ও 'আনাবত এই দুই বিষয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে না। কোরান করীমে 'দোয়া' ও 'আনাবত' এই দুই বিষয়কে পৃথক পৃথক রাখা হইয়াছে। এক স্থানে বলা হইয়াছে— انیبوا الی ربکم। (অর্থাৎ, তোমাদের রাব্বের দিকে ঝুকিয়া পড়—সঃ আঃ), অন্যত্র বলা হইয়াছে— ادعونی استجب لکم। (অর্থাৎ, আমাকে ডাক, আমি গ্রহণ করিব—সঃআঃ)। 'আনাবত'এর অবস্থা সর্ব্বদাই আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হয়। যথা—আমাদের পিপাসা হইলে ঘরে জল, চাকর, কিম্বা স্ত্রী বা সন্তান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা মনে মনে বলি, আল্লাহ্‌ই আমাদের পিপাসা নিবৃত্তি করিতে পারেন, কেননা আমাদের চাকর, স্ত্রী বা সন্তান খোদাতালারই দান। তাহারা জল পান করাইলে খোদাতা'লার ইচ্ছা অনুসারেই করাইতে পারে। তিনি ইচ্ছা না করিলে স্ত্রী-পুত্র বা ভৃত্য কাহারো এক বিন্দু জল পান করাইবারও ক্ষমতা নাই।

বস্তুতঃ ঈদৃশ দৈনন্দিন ব্যাপারে আমরা এক দিক দিয়া ভৃত্য, বা স্ত্রী, বা পুত্র-কন্যাকে আদেশ দেই, অন্য দিক দিয়া এই 'একীন' বা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি যে, অনুগ্রহ বর্ষণ-কারী এক মাত্র খোদাই। কিন্তু এরূপ ব্যাপারে আমরা সেজদায় পতিত হইয়া একথা বলি না যে, "যে-পর্য্যন্ত খোদা আমাকে জল বা চা পান না করাইবেন, সে-পর্য্যন্ত আমি মাথা তুলিব না।" এই 'আনাবত' কখনো-বা এক সেকেণ্ড স্থায়ী হয়, কখনো-বা কিছু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। যাহা-হউক, ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকে। কিন্তু দোয়ার জন্য অতি দীর্ঘ কাল আবশ্যক—কখনো-বা কয়েক বৎসর আবশ্যক, কখনো-বা কয়েক মাস আবশ্যক, কখনো-বা কয়েক সপ্তাহ আবশ্যক, কখনো-বা কয়েক দিন আবশ্যক, কখনো-বা কয়েক ঘন্টা আবশ্যক; কখনো-বা আল্লাহ্‌তালার 'এলহাম' অনুযায়ী হইলে দোয়া কয়েক মিনিটেই কবুল হইয়া যায়। শেষোক্ত অবস্থায় আল্লাহ্‌তা'লা কেবল এই চাহেন যে, তাঁহার বান্দা মুখ হইতে কোন কথা বাহির করুক এবং তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা কবুল করেন। প্রকৃত-পক্ষে ইহাও দোয়া নয়, বরং এক 'নাজ্' বা অভিমান স্বরূপ—যেমন প্রেমিক-প্রেমাস্পদের মধ্যে বা মাতাপিতা ও সন্তানের মধ্যে হইয়া থাকে। মাতাপিতা কখন কখন কোন ফল বা মিঠাই লইয়া সন্তানকে দেখাইয়া বলেন, "বল, আমাকে দিন"। মাতাপিতার তখন ইচ্ছা থাকে যে, চাহিলেই দিয়া দিবেন। কখন কখন সন্তান জিদ ধরিয়া চায় না। তখন মাতাপিতা তাহাকে চাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। কারণ তাঁহাদের হৃদয় এই চায় যে, সন্তান চাউক এবং তাহারা দেন। তদ্রূপ খোদা-তা'লাও কখন কখন চান যে, তাঁর বান্দা তাঁর নিকট চাউক এবং তিনি দেন।

বস্তুতঃ 'আনাবত'ই এক জিনিষ 'নাজ'ই এক জিনিষ এবং দোয়াই এক জিনিষ। কিন্তু পুস্তিকা-লিখক নিজ অজ্ঞতা বশতঃ মনে করিয়া নিয়াছে যে, মানুষের প্রত্যেক আবেদনই গৃহীত হওয়া উচিত। এই নীতি যদি সত্য হইয়া থাকে যে, প্রত্যেক বিপদে মানুষ যখন খোদার নিকট আবেদন জানায়, তাহা গৃহীত হওয়া উচিত—তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, আজ পর্য্যন্ত কোন নবীও 'কবুলীয়ত' বা দোয়া গৃহীত হওয়ার মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই।

প্রণিধান করা উচিত যে, হজরত মুসা (আঃ) এবং তাঁহার কৌমের প্রতি একটি রাজ্য সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লার ওয়াদা ছিল যে তাঁহারা সেই রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিবেন। কিন্তু ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, হজরত মুসা (আঃ) সেই রাজ্যের সম্মুখস্থ একটী জঙ্গলেই মৃত্যু-লাভ করেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি বা তাঁহার কৌম সেই রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। হজরত মুসা (আঃ) যখন সেই প্রতিশ্রুত রাজ্যে প্রবেশ লাভের জন্য জঙ্গলে থাকিয়া চেষ্টা ও প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তখন কি তিনি দোয়া করেন নাই? নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন? কিন্তু কোন বিশেষ কারণে আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছায় সেই দোয়া কবুল হয় নাই।

তদ্রূপ হজরত ইউসুফ (আঃ) যখন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ তাঁহার শত্রুতাচরণ করিবে তখন কি তাঁহার পিতা—হজরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁহার অন্যান্য সন্তানগণ যেন হজরত ইউসুফের শত্রুতাচরণ না করে এবং তাহারা যেন পুণ্যবান ও পবিত্র-চিত্ত হয় তজ্জন্য দোয়া করেন নাই? কিন্তু সেই দোয়া কি কবুল হইয়াছিল? হজরত ইউসুফের ভাইগণ কি তাঁহাকে কঠোর দুঃখ দেন নাই।

তদ্রূপ ইঞ্জিলে স্পষ্ট বর্ণিত আছে যে, শূল-বিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বক্ষণে হজরত ইসা (আঃ) সারা রাত্রি আল্লাহ্‌তা'লার দরগাহে এই দোয়া করিয়াছিলেন, "হে আল্লাহ! যদি সম্ভব হয় তবে এই পিয়ালা আমা হইতে অপসারিত করিয়া দাও"। কিন্তু এই পিয়ালা অপসারিত হয় নাই এবং হজরত ইসাকে (আঃ) তাঁহার শত্রুগণ শূল-বিদ্ধ করিল।

এতদ্ব্যতীত স্বয়ং হজরত রসুল করীমের (সাঃ) এগারটি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেহ কি বলিতে পারে যে, তিনি তাহাদের জন্য দোয়া করেন নাই? সন্তানের প্রতি তাঁহার যে কিরূপ প্রগাঢ় ভালবাসা ও দরদ ছিল তাহা এই ঘটনা হইতে উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁহার পুত্র ইব্রাহীমের (আঃ) মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার মৃত-দেহকে কোলে নেন এবং তখন তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইয়া আসে এবং তিনি সেই দেহকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "যাও, তুমি স্বীয় ভ্রাতা উসমান বিন-মাজউনের নিকট যাও"।

এক বার রসুল করীমের (সাঃ) এক দৌহিত্র মৃত্যু-লাভ করেন। রসুল করীম (সাঃ) তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। তখন এক জন সাহাবী রসুল করীমকে (সাঃ) সম্বোধন

করিয়া বলেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ্‌! আপনি তো অপরকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে বলেন এবং নিজেই কাঁদিতেছেন?" রসুল করীম (সাঃ) উত্তর করিলেন, "আমার চক্ষু রোদন করে এবং ইহা রহমতের লক্ষণ। তোমাদের হৃদয়কে যদি আল্লাহ্‌তা'লা কঠিন করিয়া দিয়া থাকেন তবে আমি কি করিব?"

বস্তুতঃ রসুল করীমের (সাঃ) হৃদয়েও দরদ ছিল; সুতরাং কেহই বলিতে পারিবে না যে, তিনি তাঁহার নিজ সন্তানদিগের জন্য দোয়া করেন নাই। কিন্তু দোয়া করা সত্ত্বেও তাঁহার এগারটি সন্তান অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন।...এতদ্ব্যতীত তাঁহার এক প্রিয়া ভার্য্যা (হজরত খাদিজা রাঃ) পরলোক-গমন করেন। তিনি তাঁহার ভার্য্যাগণের মধ্যে প্রিয়তমা ছিলেন। হজরত আয়েশাকে (রা) কোন সপত্নির প্রতি তাঁহার ঈর্ষা হইয়াছিল কি-না কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "কোন জীবিত বিবির প্রতি তো আমার কখনও ঈর্ষা হয় নাই, কিন্তু পরলোকগতা এক বিবির প্রতি আমার ঈর্ষা নিশ্চয়ই হয়, কারণ রসুল করীম (সাঃ) কখন কখন তাঁহার এত প্রশংসা করিতেন যে, আমি বলিয়া উঠিতাম, হে রসুলুল্লাহ! সেই বৃদ্ধা কি এই যুবতী হইতে আপনার নিকট অধিকতর প্রিয়?" তখন রসুল করীম (সাঃ) উত্তর করিতেন, "আয়েশা! তুমি জান না, খদিজা কি ছিলেন!" এই বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইয়া পড়িত এবং তিনি বলিতেন, "খদিজা আমার এত খেদমত করিয়াছেন এবং নিজকে আমার জন্য এরূপ ভাবে বিলাইয়া দিয়াছেন যে,—আমি তাঁহার খেদমত ও মর্য্যাদা কখনো ভুলিতে পারি না।" একদা এক মজলিসে বসিয়া তিনি 'ওয়াজ' করিতেছিলেন। বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয়া স্ত্রীলোক তাঁহার আশে-পাশে বসা ছিলেন। এমন সময় মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিহিতা এক বৃদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখা মাত্রই রসুল করীম (সাঃ) দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং যে-কাপড়ে তিনি স্বয়ং উপবিষ্ট ছিলেন তাহা উঠাইয়া তাঁহাকে বসিতে দিয়া বলিলেন, "আমার খদিজার সখি আসিয়াছেন, আমার খদিজার সখি আসিয়াছেন"।

অতএব এইরূপ প্রগাঢ় ভালবাসা থাকা অবস্থায় হজরত খদিজার (রাঃ) রুগ্নাবস্থায় রসুল করীম (সাঃ) যে তাঁহার জন্য কত দরদের সহিত দোয়া করিয়া থাকিবেন তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু সেই দোয়া কবুল হয় নাই এবং আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছার উপরই রসুল করীমকে (সাঃ) ছবর করিতে হইল।

এতদ্ব্যতীত রসুল করীম (সাঃ) তাঁহার চাচা আবু তালেবের হেদায়েতের জন্য কত দোয়া করিয়াছিলেন! কিন্তু আবু তালেব হেদায়ত পাইলেন না।

মোট কথা, রসুল করীমের (সাঃ) প্রিয়তম ভার্য্যা প্রাণত্যাগ করিলেন, তাঁহার এগারটি সন্তান মৃত্যু-লাভ করিলেন, তা' ছাড়া, তাঁহার প্রিয় চাচা আবু তালেব—যিনি নিজ কৌমের শত্রুতা বরণ করিয়া সারা জীবন রসুল করীমের (সাঃ) খেদমত করিয়াছিলেন--তাঁহার জন্য রসুল করীম (সাঃ) কত দোয়া করিয়াছিলেন—কিন্তু সেই দোয়া কবুল হইল না, তাঁহার চাচা হেদায়ত পাইলেন না।...

প্রকৃত কথা এই যে, বান্দার সহিত আল্লাহ্‌তা'লার সম্পর্ক বন্ধু-স্বরূপ। কখন তিনি বান্দার কথা মানিয়া নেন, কখন নিজ কথা বান্দাকে মানাইয়া লন।...

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পুস্তিকায় যে-সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশ বিষয়ে আমি দোয়া করিই নাই। বস্তুতঃ এগারটি বিষয়ের মধ্যে মাত্র একটি বিষয়ে আমি দোয়া করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, একটি কেন, এরূপ শত শত দোয়াও যদি কবুল না হয়, তবু আমার প্রতি দোষারোপ হইতে পারে না। কারণ আমার আকীদাই এই যে, সকল দোয়াই যে কবুল হয়, তাহা নহে। কখন কখন আল্লাহ্‌তা'লা বান্দার দোয়া রদও করিয়া থাকেন এবং নিজ ইচ্ছাই পূর্ণ করেন। মানুষের প্রত্যেক দোয়াই যদি কবুল হইত তবে রসুল করীমের (সাঃ) এগারটী সন্তান, তাঁহার প্রিয়তম ভার্য্যা এবং আরো বহু প্রিয় আত্মীয়-স্বজন ও সাহাবী (রাঃ) কেমন করিয়া তাঁহার জীবদ্দশায় ইহধাম ত্যাগ করিলেন? তিনি কি তাঁহাদের জন্য দোয়া করেন নাই? নিশ্চয়ই দোয়া করিয়া থাকিবেন। কিন্তু খোদাতা'লার বিধানই এইরূপ যে, যাহার জন্য মৃত্যু বা ক্ষতি নির্দ্ধারিত আছে তাহার মৃত্যু বা ক্ষতি হইবেই হইবে। এই ধারণা একান্তই ভ্রান্তিমূলক যে, মোমেনের কখনো ক্ষতি হয় না, বা মোমেনের উপর কখনো কোন বিপদ আসে না। প্রকৃত কথা এই যে, জমাত হিসাবে মোমেন উন্নতি করিতে থাকে এবং জমাত হিসাবে মোমেন ক্ষতি ও বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকে। ক্ষতি কাফেরেরও হয়, মোমেনেরও হয়। প্রভেদ শুধু এই যে, মোমেনের দল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে থাকে এবং পরিণামে কৃতকার্য্যতা লাভ করে; পক্ষান্তর কাফেরের দল ক্রমশঃ ধ্বংশের দিকেই চলে।

সুতরাং দোয়া কবুল হওয়ার দাবী যদি কেবল সেই ব্যক্তিই করিতে পারে যাহার কোন দোয়াই রদ হয় নাই, তবে কোন নবী-রসুলেরই দোয়া কবুল হওয়ার দাবী টিকিতে পারে না। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) জগতকে চেলেঞ্জ দিয়াছেন যে, তাঁহাকে কবুলিয়তে-দোয়ার মোজেজা প্রদান করা হইয়াছে এবং এই বিষয়ে কেহই তাঁহার মোকাবেলা বা সমকক্ষতা করিতে পারিবে না। এই দাবী সত্ত্বেও তাঁহার চারিটি দোয়া কবুল হয় নাই। যথা, মৌলবী আবদুল করীম সাহেব (রাঃ), বশীর-আওয়াল, আথম ও সাহেবজাদা মোবারক আহমদ সাহেব সম্পর্কে তিনি যে দোয়া করিয়াছিলেন তাহা কবুল হয় নাই।

কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, দোয়ার প্রকৃত অর্থে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) দোয়াও রদ হয় নাই এবং খোদার ফজলে আমার দোয়াও রদ হয় নাই। এই আপত্তিকারী মিথ্যাবাদী এবং হিংসুক। সে চীৎকার করিতে থাকিবে, কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা সিলসিলাকে উন্নতি দান করিতে থাকিবেন। তাহার চীৎকারে আল্লাহ্‌র কাজ প্রতিহত হইবে না, ইন্‌শা-আল্লাহ!

আমার অসিয়ত

[হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ)]

[বিগত সংখ্যা আহমদীতে কতিপয় বুর্জুগাণের স্বপ্নের কথা এবং হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) অসিয়তের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) স্বহস্ত লিখিত উইল-খানার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা গেল—সঃ আঃ]

ভ্রাতৃবৃন্দ! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

কয়েক মাস যাবৎ বন্ধুগণ হইতে আমার নিকট এরূপ স্বপ্নের সংবাদ আসিতেছে যাহাতে আমার মৃত্যুর খবর তাঁহারা জ্ঞাত হইয়াছেন। কোন কোন স্বপ্নে একথারও উল্লেখ আছে যে, 'ছদ্‌কা' (দান-দক্ষিণা) দ্বারা এই মৃত্যু টলিতে পারে।

স্বপ্নে কোন বিষয়ের প্রতি নির্দ্দেশ করার উদ্দেশ্য তাহা পূর্ণ করা। অতএব এই স্বপ্নের নির্দ্দেশানুসারে আমি কতিপয় বিশেষ ছদকার ব্যবস্থা করিয়াছি এবং তাহা কোন কোন ব্যক্তিকে জানাইয়া দিয়াছি। এতদ্ব্যতীত সাধারণ ছদকারও ব্যবস্থা করিয়াছি।

কিন্তু মানুষকে যেহেতু এক দিন মরিতেই হইবে অতএব **আমি জমাতকে নছিহত (উপদেশ প্রদান) করিতেছি, যেন তাহারা তাকুয়া (ধর্ম্ম-ভীরুতা) ও খোদাতা'লার প্রতি তাওয়াক্কুল (নির্ভর) অবলম্বন করে এবং ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে 'জুশ্‌' বা উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, এবং জমাতের একতার বন্ধন কখনো ছিন্ন না করে।** যদি তাহারা এই উপদেশ দৃঢ়-ভাবে পালন করে এবং কোরান-করীমকে দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া রাখে এবং সর্ব্বদা হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) বাণী শ্রবণ করে এবং অন্তরের সহিত তাহাতে সাড়া দিয়া জগৎ-ব্যাপিয়া তাহা প্রচার করিতে থাকে, তবে আল্লাহ্‌তা'লা চিরতরে তাহাদের রক্ষক ও সহায় হইবেন, এবং শত্রু কখনো তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না, বরং তাহাদের গতি সর্ব্বদাই অগ্রে হইবে, ইন্‌শা-আল্লাহু-তা'লা।

আমি আরো ঘোষণা করিতেছি যে, সর্ব্বদাই আমার এই 'নিয়ত' বা অভিপ্রায় রহিয়াছে যে, আল্লাহ্‌তালা যেহেতু আমাদিগকে অসিয়ত ছাড়াই মকবেরা-বেহেস্তিতে সমাহিত হইবার অধিকার দিয়াছেন, অতএব আল্লাহ্‌তা'লার এই দানের 'শুক্‌রিয়া' বা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ—মকবেরা-বেহেস্তির অসিয়ত স্বরূপ নহে—নিজ সম্পত্তির—তাহা অল্পই হউক, আর বেশীই হউক—এক অংশ, মকবেরা-বেহেস্তি যে-উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দেই। অতএব অদ্য আমি ঘোষণা করিতেছি যে, ঋণ আদায়ের পর আমার যে-সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকিবে তাহার আয়ের এক দশমাংশ আমার উত্তরাধিকারিগণ সদর-আঞ্জোমন আহমদীয়ার হাতে সমর্পণ করিবে যেন তাহা ইসলাম-প্রচার কার্য্যে ব্যয়ীত হইতে পারে। কিন্তু এই শুক্‌রিয়াও যথেষ্ট নহে; জমাতের আর একটি বিষয় আছে যাহার প্রতি মনোযোগ প্রদান আবশ্যক এবং যাহার প্রতি জমাতের অধিকাংশ বন্ধুই উদাসীন থাকেন, তাহা হইল, জমাতের দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকগণ। অতএব আমি এই অসিয়ত-ও করিতেছি যে, আমার সম্পত্তির অপর দশমাংশ (অবশ্য কর্জ্জ আদায় করার পর) দরিদ্র, নিঃস্ব, এতীম (পিতৃমাতৃহীন) ও বিধবাদের সাহায্যার্থ উৎসর্গীত হইবে। সুতরাং আমার সম্পত্তির যাহাই আয় হয়, কমই হউক আর বেশীই হউক, তাহার এক দশমাংশ সিলসিলার দরিদ্র, নিঃস্ব এতীম ও বিধবাদের সাহায্যার্থ ব্যয় করা হইবে। এই অর্থ ব্যয় করিবার জন্য আমি একটি কমিটির প্রস্তাব করিতেছি, যাহার দুই জন প্রতিনিধি আমার উত্তরাধিকারীগণের পক্ষ হইতে হইবে এবং এক জন সমসাময়িক খলিফার পক্ষ হইতে হইবে। তাঁহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া উপরুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সে-অর্থ বিতরণ করিবেন। যদি কোন বিষয় নিয়া মতবৈষম্য হয় তবে তখনকার খলিফার সিদ্ধান্তই তৎ-সম্বন্ধে চূড়ান্ত হইবে।

আমি আমার সন্তানগণের নিকট এই আশা করি যে, তাহারা ধর্ম্মের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিবে এবং পার্থিব উন্নতিকে ধর্ম্মের প্রয়োজনের নিকট বলি দিবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ-আলাল-আওলাদ (অর্থাৎ বংশধরগণের জন্য ওয়াক্‌ফ্‌) করিবার ইচ্ছা আছে। উহার জন্য আমি ভিন্ন নিয়ম নির্দ্ধারিত করিব। সেই নিয়মানুসারে যদি কোন সময় আমার বংশধর না থাকে, কিম্বা আমার সম্পত্তি দ্বারা উপকৃত হইতে না পারে, তবে সমস্ত সম্পত্তি কিম্বা উহার অংশ-বিশেষ সিলসিলার খেদমতের জন্য ওয়াক্‌ফ্‌ হইবে। খোদাতা'লা আমাদের পরিণাম মঙ্গলময় করুন এবং আমাদিগকে তাঁহার সন্তোষ অর্জ্জন করিবার তৌফিক দিন এবং আমাদের জীবন-মরণ তাঁহারই জন্য হউক—আমীন—আল্লাহুম্মা আমীন।

খাকসার—
মীরজা মাহমুদ আহমদ
২২।৭।৪০

হজরত আমীরুল-মোমেনীনের উপরুক্ত অসিয়তের কথা শুনিয়া প্রত্যেক আহমদীর হৃদয়ই ব্যথিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। এই অসিয়তের সাহায্যে আল্লাহ্‌তা'লা এক দিক দিয়া যেমন এক কল্পনাতীত আশঙ্কা সম্বন্ধে জমাতকে সাবধান করিয়াছেন অপর দিক দিয়া জমাতকে আত্ম-সংশোধনের দিকে মনোযোগী করিয়াছেন।

কোরান-শরীফ হইতে প্রমাণিত হয় যে, খোদাতা'লা কোন জাতি হইতে দুই কারণেই কোন প্রদত্ত নেয়ামত বা আশীষ উঠাইয়া নিয়া যান—হয়তো (১) যে-উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌তা'লা সেই নেয়ামত প্রদান করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইয়া যাওয়ায়, কিম্বা (২) সেই নেয়ামতের কদর না করায়। বর্ত্তমান অবস্থাধীনে সিলসিলার প্রয়োজনের দিক লক্ষ্য করিয়া প্রথমোক্ত কারণের কথা—অর্থাৎ সেই নেয়ামতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া—আমরা কল্পনা করিতে পারি না। সুতরাং দ্বিতীয় কারণটিই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য তবলীগের দিক দিয়া আমাদের জমাত প্রিয় ইমামের আনুগত্যের এক বেনজীর আদর্শ পেশ করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু "আমলী-এস্‌লাহ্‌" বা কর্ম্ম-জীবনের সংশোধনের দিক দিয়া আমাদের ইমাম আমাদিগকে উন্নত-তর অবস্থায় দেখিতে চাহিতেছেন। আমলের এস্‌লাহ সংক্রান্ত হুজুরের বিগত কয়েক বৎসরের খোৎবাই তাহার প্রমাণ।

অতএব এক দিক দিয়া যেমন হুজুরের (আইঃ) দীর্ঘ-জীবনের জন্য আমাদের প্রার্থনা করা, রোজা রাখা ও ছদকা করা আবশ্যক, পক্ষান্তরে আমাদিগকে আত্ম-সংশোধনের দিকেও বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে এবং প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া নিজকে হুজুরের (আইঃ) ইচ্ছানুরূপ গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং হুজুরের যাবতীয় কোরবানীর আহ্বানে—তাহা প্রাণেরই হউক, আর ধনেরই হউক—পূর্ণরূপে সাড়া দিতে হইবে। যদি আমরা এইরূপ করি তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তা'লা এই নেয়ামত, ইহার উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত, আমাদিগ হইতে ছিনাইয়া নিবেন না।

হজরত আমীরুল-মোমেনীনের অসিয়ত এবং আহমদীয়া জমাত

হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) পূর্ব্বোক্ত অসিয়ত পাঠ করিয়া সমস্ত আহ্‌মদীয়া জগতে এক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইয়াছে এবং বন্ধুগণ ব্যক্তিগত ভাবে ও জমাত হিসাবে হুজুরের (আইঃ) দীর্ঘ-জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য দরদে-দিলের সহিত দোয়া করিতেছেন এবং নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী ছদ্‌কা করিতেছেন। কেহ হয়তো গরু-বকরী ইত্যাদি জবেহ করিয়া ছদ্‌কা করিতেছেন, কেহ হয়তো ছদ্‌কার উদ্দেশ্যে কাদিয়ানের নাজের-জেয়াফতের নিকট বা মোহাসেবের বা স্বয়ং হজরত আমীরুল-মোমেনীনের নিকট টাকা পাঠাইয়া দিতেছেন। যে-সকল জমাত হুজুরের (আইঃ) দীর্ঘ-জীবন কামনা করিয়া দরদে-দেলের সহিত দোয়া এবং ছদ্‌কা করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতিপয়ের নাম নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া—২০৲ টাকা মূল্যের একটি গরু ছদ্‌কা করিয়াছে।

লাহোর আঞ্জোমনে-আহমদীয়া—ছদ্‌কার জন্য হজরত আমীরুল-মোমেনীনের খেদমতে অর্থ প্রেরণ করিয়াছে, টাকার পরিমাণ জানা যায় নাই।

সিয়ালকোট আঞ্জোমনে-আহমদীয়া—৩৪।/০ নাজের জিয়াফতের নিকট প্রেরণ করিয়াছে।

ইয়ারীপুর আঞ্জোমন-আহমদীয়া (কাশ্মির)—৯৸/০ সদর আঞ্জোমন আহমদীয়ার মোহাসেবের নিকট পাঠাইয়াছে।

কাটঘর আঞ্জোমন-আহমদীয়া—৯টি ছাগল, ৩টি খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতির পক্ষ হইতে, ৩টি লজ্‌না-আমাউল্লাহর পক্ষ হইতে এবং ৩টি জমাতের অবশিষ্ট বন্ধুগণের পক্ষ হইতে ছদ্‌কা করিয়াছে।

কলিকাতা আঞ্জোমন-আহমদীয়া—১৭৲৵০ হুজুরের (আইঃ) খেদমতে প্রেরণ করিয়াছে।

ভীনী আঞ্জোমন আহমদীয়া—১৪৲ টাকা মূল্যের একটি গরু ছদ্‌কা করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

হুক্কা ও সিগারেট পান
মোমেনের পক্ষে বর্জ্জন করা উচিত

[নাজের তালীম-তরবীয়ত, কাদিয়ান]

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) ফতুয়া বা অভিমত অনুসারে হুক্কা বা সিগারেট পান لغو বা অপ্রয়োজনীয় শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ কার্য্য এবং আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন—

والذين هم عن اللغو معرضون

অর্থাৎ মোমেন لغو বিষয় বর্জ্জন করে। এ বিষয়ে সময় সময় জমাতের বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়া থাকে এবং খোদাতা'লার ফজলে তাহার সুফল-ও প্রসূত হইতেছে। সম্প্রতি নজ্‌ওয়া আহ্‌মদীয়া জমাতের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী জানাইয়াছেন যে, উক্ত জমাতে ইদানিং পাঁচজন ব্যক্তি ধূম্র-পান বর্জ্জন করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকে এস্তেকামাত বা দৃঢ়তা দান করুন এবং অন্যান্য বন্ধুগণকেও ইহা বর্জ্জন করিতে তৌফিক দিন—আমীন।

সুদ সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্নের উত্তর

সম্প্রতি এক ব্যক্তি বয়তুল-মালের নাজের সাহেবের নিকট কতিপয় প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। নাজের সাহেব সেগুলির উত্তর দিয়াছেন। নিম্নে প্রশ্ন-উত্তর রূপে তাহা প্রকাশ করা গেল।

প্রশ্ন—প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকার উপর সরকার হইতে যে-সুদ দেওয়া হয় তাহা কি নিজের জন্য খরচ করা যায়?

উত্তর—সুদ যে-প্রকারেরই হউক ইসলামে তাহা জায়েজ বা বৈধ নহে। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) ঈদৃশ সুদের টাকা সম্বন্ধে, যাহা কোন কোন অবস্থায় গ্রহণ করিতে হয়, নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তাহা ইসলাম-প্রচার-কার্য্যে ব্যয় করা যাইতে পারে, কারণ ইসলাম এখন বিপদ-গ্রস্ত অবস্থায় পতিত। কিন্তু এই অনুমতিও কেবল বিশিষ্ট সময়ের জন্য।

প্রশ্ন—চান্দা-খাছ বা বিশেষ চাঁদা কি মূল বেতনের টাকার উপর দেয়, না-কি লাজেমী (অবশ্য দেয়) চাঁদা কাটিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহার উপর দেয়?

উত্তর—এই নেজারত হইতে যখনই কোন বিশেষ চাঁদার হার নির্দ্ধারিত করা হয়, তখন চাঁদা-দাতাগণের মূল আয়কেই লক্ষ্য করিয়া নির্দ্ধারিত করা হয়। অতএব অন্যান্য চাঁদা কর্ত্তন না করিয়া মূল আয়ের উপরই এই চাঁদা দেয়। যথা, কোন ব্যক্তির মাসিক বেতন যদি এক শত টাকা হয় এবং দশ টাকা লাজেমী চাঁদা দেয় হয় তবে বিশেষ চাঁদা ১০০৲ টাকার উপরই ধার্য্য হইবে, ৯০৲ টাকার উপর নয়।

প্রশ্ন—প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ইত্যাদির সুদ যদি না-জায়েজ হইয়া থাকে এবং মানুষ তাহা ব্যক্তিগত কার্য্যে খরচ করিতে না পারে তবে ঈদৃশ সুদের টাকা কি করিতে হইবে?

উত্তর—মরকেজে ঈদৃশ সুদের টাকা জমা করিবার জন্য 'এশাতে-ইসলাম' ফাণ্ড রহিয়াছে। সুতরাং ঈদৃশ সুদের যাবতীয় টাকা মরকেজের উপরুক্ত ফাণ্ডে জমা করা উচিত এবং কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজের জন্য ব্যয় করা জায়েজ নহে।

নাজের বয়তুল-মাল

জগৎ আমাদের

প্রাদেশিক জলসা সংক্রান্ত পরামর্শ-সভা

বিগত ২৬শে জুলাই জোমার নামাজের পর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মস্‌জিদুল-মাহমদীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক অঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর খান সাহেব আল্‌হজ্‌ মৌলবী মোবারক আলী সাহেব ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও তৎ-অন্তর্গত শাখা আঞ্জোমনে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী এবং আরো কতিপয় আহ্‌মদী মেম্বারগণ সহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার বাৎসরিক জলসার কার্য্য উপলক্ষে পরামর্শ করেন। এই জলসার কতিপয় কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য নিম্নলিখিত মেম্বারগণ সহ একটি সাব-কমিটী গঠন করা হইয়াছে।

১। মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদীম সাহেব বি-এল,
২। ,, আউছাফ আলী সাহেব, উকীল,
৩। ,, ছৈয়দ সায়ীদ আহ্‌মদ সাহেব
৪। ,, আহ্‌মদ আলী ,,
৫। ,, আবদুল মালেক খাদীম ,,
৫। মুন্সী আবদুল করীম ,,
৭। ,, আবদুল গণি ,,
৮। ,, মীর আবদুর রেজাক ,,
৯। ,, হাফিজউদ্দিন ,,
১০। ,, আবদুল বারিক ,,
১১। ,, এলাহী লস্কর ,,
১২। ,, উজির আলী ভূঞা ,,
১৩। ,, মীর সেকান্দর আলী ,,
১৪। ,, ইসহাক লস্কর ,,

বন্ধুগণ ইহার কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়া করিবেন।

প্রেমারচর অঞ্চলে আহমদী ভ্রাতাদের উপর উৎপীড়ন

বন্ধুগণ অবগত আছেন যে, কিছু দিন পূর্ব্বে প্রেমারচর অঞ্চলে এক বিরাট মোবাহেসা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি আমরা অবগত হইলাম যে, তথাকার মোখালেফগণ মোবাহেসায় পরাজিত হইয়া সম্প্রতি আহমদীদের বিরুদ্ধে তীব্র বয়কট আন্দোলন ও উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌ত্‌আ'লা তথাকার এই নীরিহ ভ্রাতাগণের সহায় হন এবং সকল অনিষ্ট হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন এবং মোখালেফগণের হৃদয়েও যেন সত্যের আলো প্রজ্বলিত করিয়া তাহাদিগকে হেদায়েতের দিকে আনেন—আমীন!

কলিকাতায় তবলীগ

কলিকাতায় "নালন্দ বিদ্যাভবন" নামে একটী বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান আছে। তাহাতে বিভিন্ন দেশ হইতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীগণ আসিয়া ধর্ম্ম ও দর্শন অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। নালন্দ ছাত্র সঙ্ঘ নামে এই প্রতিষ্ঠানের একটি ছাত্র শাখা-ও আছে। ১৭ই জুলাই তারিখে এই ছাত্র-সঙ্ঘের উদ্যোগে বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্টীটে কৃপাশরণ হলে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। হিন্দু সভার অন্যতম নেতা মিঃ পদ্মরাজ জৈন এই সভার সভাপতি ছিলেন। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র চাটার্জ্জি, ডাক্তার কালী দাস নাগ এম-এ, ডি-লিট্‌ প্রমুখ বক্তাগণ বুদ্ধের জীবন-চরিত সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মৌলবী দৌলত আহ্‌মদ খান খাদিম বি-এল-ও এই সভায় বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্ম্ম-গুরু সম্বন্ধে ইসলামের শিক্ষা বর্ণনা করতঃ বলেন, কোরানের শিক্ষানুসারে জগতে এমন কোন জাতি নাই যাহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লা কোন নবী আবির্ভূত করেন নাই, এবং কতিপয় নবীর নাম আল্লাহ্‌ উল্লেখ করিয়াছেন এবং অধিকাংশের নামই উল্লেখ করেন নাই। এই শিক্ষার ব্যাখ্যা-স্বরূপই আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মীরজা গোলাম আহমদ আঃ) বলিয়াছেন যে, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ সকলই আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বা নবী ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে নবী রূপে গ্রহণ করা প্রত্যেক সত্যিকারের মোসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতঃপর তিনি হজরত আহ্‌মদের 'পয়গাম' পেশ করতঃ বলেন যে, বৌদ্ধ শাস্ত্রে 'বুদ্ধি সত্তা' নামে বুদ্ধের দ্বিতীয় আবির্ভাবের যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তাহা, হজরত আহমদের দাবী, তাঁহাতেই পূর্ণ হইয়াছে। অতঃপর তিনি বৌদ্ধ ভ্রাতাগণকে আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বক্তৃতা শেষ করেন।

মুর্শিদাবাদে তবলীগ

আমাদের সুপ্রসিদ্ধ সাইকেল টুরিষ্ট মৌলবী কোরেশী মোহাম্মদ হানীফ কাশ্মিরী সাহেব পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে টুর করিয়া সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত গাঁতলা গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। তথায় তাঁহার তবলীগের ফলে খোদাতা'লার ফজলে বহুলোক সিলসিলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি অবৈতনিক ভাবে ধর্ম্মের সেবাকার্য্য করিতেছেন জানিয়া স্থানীয় লোকগণ খুব মুগ্ধ হইয়াছেন এবং বহু লোক তাঁহার নিকট কোরান-করীম ও হাদীস শিক্ষা করিতে আসিতেছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তালা তাঁহার এই কার্য্যে উত্তম ফল প্রসূত করেন।

ঢাকা দারুৎ-তবলীগে তাহরিক-জদীদের সভা

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) নির্দ্দেশানুযায়ী ১১ই আগষ্ট তারিখে ঢাকা দারুৎ-তবলীগে এক সভার আয়োজন করা হয়। জোনাব হেকীম শাহ আবদুল বারি সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মৌলবী আবদুর রাহমান খাঁ বি-এল ও মিঃ মীরজা আলী আখন্দ বি-এস-সি (২য় বর্ষ) তাহরিক-জদীদের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও উহার প্রত্যেকটি মোতালেবার উপকারিতা বিশদ রূপে ব্যাখ্যা করিয়া দেন।

দোয়ার দরখাস্ত

আমি কয়েক দিন যাবত চোখের অসুখে ভুগিতেছি। জনৈক চক্ষু-বিশেষজ্ঞ চক্ষু পরীক্ষা করিয়া সন্দেহ করেন যে—চক্ষে গ্লকোমা (glacauma) হইয়াছে। ইহা চক্ষের পক্ষে খুব খারাপ ব্যাধি। যাহা হউক নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য আমি ইনশা-আল্লাহ আবার চক্ষু পরীক্ষা করাইতেছি।

ভ্রাতা ভগ্নীগণ মেহেরবাণী করিয়া দরুদে দিলের সহিত দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ শাফী আমার চখের ব্যাধি আরোগ্য করিয়া দিয়া আমাকে স্থায়ী স্বাস্থ্য ও ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃত শান্তিপূর্ণ কর্ম্মময় দীর্ঘ জীবন দান করেন।—আমীন।

আরজ মন্দ—
আবুল হুসেন
সবরেজীষ্ট্রার, ভরতখালী